দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 AUG 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

শুধু 'পাস !'

আনোয়ার আল দীন ॥ ১৯৯৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় সেটকোড-জনিত জটিলতায় আক্রান্ত বিষয়ে কোন নম্বর না দিয়াই গতকাল (বৃহস্পতিবার) ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল ঘোষণা করা হইয়াছে। সেটকোড সমস্যা সমাধানে ছাত্র-ছাত্রীদের খাতা মূল্যায়ন না করিয়া পূর্বে প্রাপ্ত 'শূন্য'র স্থানে 'পাস' শব্দটি লিখিয়া কর্তৃপক্ষ তাহাদের দায়িত্ব শেষ করিয়াছে। এই পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক অংশে সেটকোড না লেখা এবং বৃত্ত পূরণ না করার কারণে ইতিপূর্বে

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শুধু পাশ

(প্রথম পৃঃ পর)

৯ শত ৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড অকৃতকার্য ঘোষণা করিয়াছিল। ফল বিপর্যয়ের শিকার ছাত্র-ছাত্রী এবং তাহাদের অভিভাবকদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সুরাহার উদ্যোগ নেয়। গত ২৩শে জুলাই বোর্ড চেয়ারম্যান এক সাংবাদিক সম্মেলনে এক সপ্তাহের মধ্যে খাতা মূল্যায়ন করিয়া ফলাফল ঘোষণার কথা বলিলেও বাস্তবে তিনি উহা করেন নাই। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করিয়া নম্বর দেওয়া হইলে এই 'অকৃতকার্য' ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকজন মেধা তালিকায় স্থান পাইত বলিয়া জানা গিয়াছে। সেটকোড জটিলতার শিকার এসকল ছাত্র-ছাত্রীর অনেকে ৭ শত হইতে সাড়ে ৮ শত পর্যন্ত নম্বর পাইয়াছে।

কয়েকজন অভিভাবক জানান, বর্তমানে 'পাস' লিখিয়া যে ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে এই নম্বরপত্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপত্তির সৃষ্টি করিবে। বিপর্যস্ত বিষয়ে কোন নম্বর না থাকায় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভর্তি হইতে চাহিলেও তাহাদের কেহ পারিবে না। বিদেশেরও কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই নম্বরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না বলিয়া জানা যায়।